

বদে অনুসারে গায়ত্রী দবৌ ও গায়ত্রী মন্ত্র প্রকৃত পক্ষে কার স্বরূপ ?

বদেরে সংহতি ভাগে বলা হয়েছে যে, গায়ত্রী দবৌ ও তার পরমশ্বেবর শবিরেই স্বরূপ  
□

প্রযতঃ প্রণবো নতিযং পরমং পুরুষোত্তমম্ ।

ওঙ্কারং পরমাত্মনং তন্মমো মনঃ শবিসংকল্পমস্তু ॥ ২০

যো বট বদোদয়ি গায়ত্রী সর্বব্যাপীমহেশ্বেবরাং ।

তদব্রিক্তং তথাদবৈশ্যং তন্মমো মনঃ শবিসংকল্পমস্তু ॥ ২১

[তথ্যসূত্র - ঋগ্বেদে সংহতি/আশ্বলায়ণশাখা/১৭১/১০ এবং ঋগ্বেদে

সংহতি/খলিন/চতুর্থ অধ্যায়/১১ নং খলি]

□ অর্থ □ যিনি নতিয, প্রণব, পরম, পুরুষোত্তম, সাক্ষাৎ □ কার এবং পরমাত্মা, যিনি সাক্ষাৎ সমগ্র বদেরে গায়ত্রীস্বরূপ, যিনি সর্বব্যাপী মহেশ্বেবর বলে উক্ত হয়েছে, সেই অদ্বিতীয় পরমশ্বেবর শবিরে প্রতিম্ন সংকল্পতি হোক ॥ ২০-২১

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

শাস্ত্র বচন সর্বদাই সর্বাগ্রে গ্রহণীয়। সুতরাং, ঘুরফেরিে সেই গায়ত্রী মন্ত্র, গায়ত্রী দবৌ শবি (ব্রহ্মবদ্বি দ্বারা) ও □-কার বীজ মন্ত্রেরে দ্বারা শবিলাভই হল একমাত্র উদ্দেশ্য - এটিই প্রমাণিত হচ্ছে, এটি শাস্ত্রেরে বচনেরে ভিত্তিতে প্রমাণিত। বসিণ বা অন্য দেবদবৌ কটেই প্রধান উদদনয়, স্বয়ং প্রভু শবিই গায়ত্রী মন্ত্রেরে দেবতা, ঐ গায়ত্রী মন্ত্রেরে দবৌ গায়ত্রী দবৌ হলেনে স্বয়ং শবিপত্নী মা পার্বতী দুর্গা শবি।

এখন যদি কোনো মূর্খ জেদী ব্যক্তি এই পরম সত্য কে মনে নেতি না পারে, এই সত্যকে অস্বীকার করে, তবে তার চেয়ে বড় পাপী ও দুর্ভাগ্য আর অন্য কারোরই নেই।

শাস্ত্রেরে বচনে সকল কছির দ্বারা অন্তিম গতি হিসেবে যে একমাত্র অম্বকিপতি শবিই লাভ হন, আর অন্য কটে না - তা বারংবার প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু দুঃখেরে বসিয হল, বর্তমানেরে সমাজ এই পরমসত্য সম্পর্কে অবগত নয়, আজও গায়ত্রী মন্ত্রকে স্বতন্ত্র, নরিপক্ষে প্রমাণ করারে অছলিয। তার অপব্যখ্যা করে, গায়ত্রী মন্ত্রকে শবিরহীন হিসেবে প্রচার করে গায়ত্রী মন্ত্রেরে অপলক্ষ্য বানযি। সমাজেরে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে ধর্মেরে ধ্বজাধারী অধর্মী পাষণ্ডরা। গায়ত্রী মন্ত্রকে শবিরে নয় বলে প্রচার করা হচ্ছে, গায়ত্রী মন্ত্রকে সকল দেবতার থেকে স্বতন্ত্র নরিপক্ষে দেখানোর অপপ্রয়াস চলছে, যা কনি পাপকর্ম। আর এই কারণেই আজ আমাদের সনাতন ধর্মেরে বহোল অবস্থা হয়েছে।

ধর্মেরে পোষাক পরিধান করে অধর্মী ব্যক্তি ও সম্প্রদায় গুলি বলে বডোয়, গায়ত্রী মন্ত্র জপেরে দ্বারা ব্রহ্ম লাভ হয়, ঐ ব্রহ্মটি শুধু একমাত্র শবি নয়। অর্থাৎ গায়ত্রী মন্ত্র শবিরে নজিস্ব মন্ত্র নয় বলেই দাবী করে বর্তমানেরে এই পাষণ্ডগণ। কিন্তু এটি কলযিগেরে মানুষেরে সাথে প্রচারণা ছাড়া আর কছিই নয়। কারণ শাস্ত্রেরে সরাসরি গায়ত্রী দ্বারা শবিরে কাছে পট্টে যাবার কথা স্বীকার করছেন, সেই গায়ত্রীরে সবা করেনে ব্রহ্মা বসিণ তথা সকলে। সুতরাং পরমশ্বেবর

শবিই সেই ব্রহ্ম। বসিঁগু-ব্রহ্মা বা অন্য কউই গায়ত্রী মন্ত্ররে দবেতা নন।  
তাই আসুন আমরা সকলে সত্য সনাতনকে তুলে ধরি। প্রকৃত সত্যরে মাধ্যমেই ধর্ম  
স্থাপন সম্ভব, কাল্পনিকি ধারণায়, বশ্বাসী হয়ে মনগড়া মতপথ বানিয়ে সেই পথে  
ধর্মকর্ম করা সম্ভব নয়, এতে ধর্ম স্থাপন সম্ভব নয়।  
আমাদরে শাস্ত্ররে যভোবে বধিান ও ব্যাখ্যা উপস্থাপতি হয়ছে, তার উপর ভিত্তি  
করই আমাদরে চলতে হবে।

